

## চর্যাকথন – ৯

### “জানো নি সেই বন্ধুর বাড়ী – আছে কোন জায়গায়”

“Imagine there is no heaven” পাম স্প্রিং এর বিলাশবহুল শপিং কমপ্লেক্স “দি রিভার” এ হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ পা আঁটকে গেল বিটলসের এই শব্দগুলি শুনে। সন্ধ্যা নেমে আসছে শহরে – চারপাশে টিনএজ ক্রাউড – একপাশে পি এফ চ্যাং, অন্যপাশে চিজকেক ফ্যাক্টরি – মাঝে একটি ছোট চাতাল মত জায়গা ... দেখলাম গান গাইছেন এক শিল্পি – নাম অ্যান্থনি মার্ক টার্নার। একা – গীটার আর কিবোর্ড বাজিয়ে। খুব যে আহামরি ভাল গান হচ্ছে তা নয়। চারপাশে ভিড় জমিয়েছে কিছু লোক – আমাদের মত। নিজের আনন্দে গান গাইছেন শিল্পি – কেউ মন দিয়ে শুনছে – কেউ বা জিরিয়ে নিচ্ছে দু দন্ড – কেউ বা বাচ্চা সামলাতে ব্যস্ত। ভাল লাগলে ভাল – মন দিয়ে শুনলে ভাল – কিন্তু দাবী নেই কিছুই। সৃষ্টির আনন্দে স্রষ্টা নিজেই মগ্ন। বড় ভাল লেগেছিল সেই দৃশ্যটি।

বহুদিন আগে পৌষমেলায় শান্তিনিকেতনে ভূবনভাঙ্গার মাঠে আলাপ হয়েছিল কালাচাঁদ দরবেশের সঙ্গে। অন্য বাউলদের থেকে একটু দূরে বসেছিল কালাচাঁদদা – নিজের মনেই দোতারা বাজিয়ে গান গাইছিল

“সিন্ধুপারের বন্ধু যে জন

পার করিবেন দরিয়ায়

জানো নি সেই বন্ধুর বাড়ি

– সে আছে কোন জায়গায়”

দুচোখে জল – হাপিত্যস জলের ধারা – কেউ দেখে কি না দেখে সেদিকে কোনও নজর নেই ...

কথা আর সুর যখন অনুভূতির জলছবি তখন দুচোখে ধারা বয় সৃষ্টির... আজ্ঞে হ্যাঁ কত্তা সে কান্নাও বড় সুখের গো ...

শিল্পি তাঁর হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগান – তাতে অবগাহনে যে বড় আনন্দ...

মনে আছে বহুদিন আগে বইমেলাতে লিটল ম্যাগাজিন বিক্রি করতে করতে আলাপ হয়েছিল বনগাঁ থেকে আসা বাদামওলা ঝন্টুর সঙ্গে – বাইরে একটাকায় এক ঠোঙা – অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বইমেলায় ঢুকতে পেরেছিল বলে ভেতরে দেড় টাকা। রাত থাকতে ট্রেনে উঠতো – শেষ ট্রেনে বাড়ি যেত। সারাদিন কলকাতায় থাকতো – সে গান গাইত – ভালো গাইত না – চলতি হিন্দী, বাংলা গান – বেসুরে – কিন্তু তবু গাইত – গান গেয়ে বাদাম বেচত। মেলা ভেঙে গেলে রাত অর্দি আমাদের গান শোনাতে – ভুলে যেত লাস্ট ট্রেনের সময় – আমাদের কাছ থেকে বাদামের দাম নিতে চাইত না।

বইমেলার ক’টা দিন ও আমাদের অভ্যেস হয়ে উঠেছিল – আমরাও বোধ হয় ওর। সামাজিক অর্থনৈতিক গন্ডী পেরিয়ে শিল্পবোধ আমাদের একসূত্রে বেঁধে ফেলেছিল।

বহুদিন বাদে উল্টোভাঙ্গার মোড়ে অফিসের বাস থেকে নেমে ওকে দেখেছিলাম – সঙ্গে অফিসের কলিগরা ছিল – কথা বলি নি – সামাজিকতা বাধা দিয়েছিল।

আজো তার জন্য লজ্জা করে ...

আর এক বনগাঁর লোক – নির্মল – সে কাঠের কাজ করত – আদৌ ভাল করত না – কিন্তু পেটের দায় বড় দায়। হঠাৎ হঠাৎ হারিয়ে যেত – বাউল গান গাইতে গ্রামের মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়াত। আবার মরশুম শেষ হলে কাঠের কাজে ফিরে আসত। শীতের কটা মাস কিছুতেই তাকে পাওয়া যেত না – বৌ ছেলে মেয়ে সবাইকে ফেলে সে মেলায় ঘুরত – ভালো যে গাইত তা নয় – লোকে যে খুব পাত্তা দিত তাও না – কিন্তু তবু ওকে যেতে হত।

একেই কি নিশির ডাক বলে?

আমাদের উল্টোডাঙ্গার মোড়ে ভোলাদার চা-সিগারেটের দোকান ছিল – আরো দুই ভাই ছিল ভোলাদার – তাদের মধ্যে যে বড় তাকে আরেকটা দোকান করে দিয়েছিল ভোলাদা – উল্টোডাঙ্গা ব্রিজের পাশে। ওর নামটা মনে নেই – কিন্তু মনে আছে যে ও কবিতা লিখত – ছন্দ, মাত্রা জ্ঞান অথবা ভাষার প্রতি দখল কিছুই ছিল না ওর – কিন্তু তাও লিখত – সন্ধেবেলা কাস্টমার দাঁড় করিয়ে রেখে আমাকে লেখা পড়ে শোনাত। আমার মতামতে ওর বিশেষ কিছু যেত আসত না – কেননা আমাকে শোনানতেই ছিল ওর আনন্দ।

পরে দেখেছি ও সিপিএমের হয়ে ছড়া লিখত দেওয়ালে ...

ভাল লেগেছিল এটা ভেবে যে লেখা ওকে ছাড়ে নি – সে দেওয়াল লেখাই হোক না কেন।

আসলে ছাড়া যায় না বোধ হয় ...

“যে পারে সে অমনি পারে – পারে সে ফুল ফোটাতে”

আসলে দু ধরনের মানুষ আছেন – একজন শিল্পি আর একজন নন ...

ভুল বললাম – প্রত্যেকের দুটো সত্তা আছে – শিল্পি আর অশিল্পি।

শিল্পি মন সৃষ্টি করে – সৃষ্টির পদ্ধতিকে ভালবাসে – সৃষ্টি করতে ভালবাসে।

সেটা ভাল হল না খারাপ – কে জানে? জেনেই বা কি লাভ? সে বিচার করবে অশিল্পি মন – কি আসে যায় তাতে?

ভাল হলে অন্যের ভাল লাগবে – লোকে বাঃ বাঃ বলবে – বড়ো ফোকাসের আলো পড়বে মুখে – ভাগ্য ভাল থাকলে কাঞ্চনমূল্য লাভও হতে পারে –

বেশ কথা – কিন্তু আবডালে জিজ্ঞেস করো দেখি শিল্পি মনকে – তার কিছুর যায় আসে না। সে আপন খেয়ালে মগ্ন – সৃষ্টিই তাঁর একমাত্র দায় – ভালো খারাপ যা-ই হোক না কেন

অ্যান্থনি মার্ক টার্নার, কালাচাঁদ দরবেশ, বাদামওলা ঝন্টু, নির্মল আর ভোলাদার ভাই এঁরা সবাই শিল্পি – খুব সাধারণ শিল্পি – আপনি আমি নাম গুনবো না এঁদের কোনোদিন – এমনকি দেখা হলে শিল্পি হিসেবে গন্যও করবো না এঁদের – দেখাব না কোনও আদিখ্যেতা যেটা আমরা “সফল” শিল্পীদের দেখিয়ে থাকি।

যে পৃথিবীতে আমরা নিঃশ্বাস নিই সেখানে এমন মানুষই বেশী ... এরাই স্বাভাবিক – খুব চেনা জানা ...

প্রত্যেকের মধ্যে বসত করা এই যে শিল্পি সত্তা – সেটাই প্রকৃত বন্ধু।

পাহাড়ে, পর্বতে, সাগরে – ঈশ্বরে - প্রতিনিয়তঃ আমরা তাকে খুঁজি - ভুলে যাই সে আমাদের ই অঙ্গ – চোখ

মেললেই চেনা যায় – কাছে পাওয়া যায় – ভালবাসা যায় ...

বাকি সবকিছুই অভ্যেস – বেঁচে থাকবার বারমাস্যা ...

প্রণাম করি আমাদের প্রত্যেকের মধ্য সুপ্ত সেই শিল্পি সত্তাকে যা আহার-নিদ্রা-মৈথুনের পর আমাদের বাঁচবার রশদ যোগায়।

আর কালাচাঁদ দরবেশের ভাষায় বলি –

“একবার জিন্দা পীরের সঙ্গ ধর

ভব সিঙ্কু পাড়ি দিতে চাও

সবচেয়ে যারে ভালোবেসেছো

তার পায়ে লুটায় যাও

তার পায়ে বিকায় যাও”

রাহুল গুহ

২৭ শে জুন, ২০০৬

<http://www.responze.com>